"প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসে নারীর জাগরণের সার্থকতা অথবা নারীর সমাজচিত্র অঙ্কন করো।
অথবা,
"প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

প্রথম প্রতিশ্রুতি সুবর্ণলতা এবং বকুলকথা এই তিনটি উপন্যাসের মাধ্যমে উনিশ শতকের বঙ্গভূমিতে নারী জাগরণের একটি অখণ্ড ইতিহাস তুলে ধরেছেন আশাপূর্ণা দেবী। উপন্যাস তিনটির মধ্যে দিয়ে সত্যবতী,সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা এবং সুবর্ণলতার মেয়ে বকুলের মাধ্যমে আশাপূর্ণা দেবী এদেশে নারী জাগরণের উদ্ভব, তার ক্রমবিকাশ এবং পরিণতির তিনটি স্তর রচনা করেছেন। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম খণ্ডটি ছাড়া পরবর্তী দুটি খণ্ডের নাম হয়েছে প্রধান নারী চরিত্র সুবর্ণলতা এবং বকুলের নামে। প্রথম খণ্ডটির ক্ষেত্রে সোজাসুজি সত্যবতী নামের পরিবর্তে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে প্রথম প্রতিশ্রুতি। এই নামটি যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী। সত্যবতী নামে একটি নারীর চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের দ্বারা উত্থিত নানারকম সমস্যা ও তার সমাধানের চিন্তা জাগ্রত করে নামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রথম প্রতিশ্রুতিতে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে বা যে সমস্ত সমস্যার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে সেগুলি পরবর্তী দুটি খণ্ডে সুবর্ণলতা ও বকুল কথাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই তিনটি গ্রন্থ তাই একটি বিশেষ বক্তব্যেরই ক্রমিক ধারাবাহিক রূপ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। উপন্যাস ত্রয়ীর প্রথম খণ্ড প্রথম প্রতিশ্রুতির উৎসর্গ পত্রটি লক্ষণীয়। “নিভৃত লোকে বসে যারা রেখে গেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর সেই বরণীয় ও স্মরণীয়াদের উদ্দেশ্যে” প্রথম প্রতিশ্রুতির নায়িকা সত্যবতী এক অর্থে বিপ্লবী নারীর স্বকীয়তা অর্জনের চেষ্টায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে।

সত্যবতীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই হয়তো নিজের পরিবারের জন্যে, নিজের সংসারের জন্যে, কিন্তু লেখিকা দেখিয়েছেন যে একটি মেয়ে সীমিত সামর্থ্য নিয়েও ইচ্ছা করলে কত ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। বস্তুত মেয়েদের অন্তঃপুরের অন্তরেও চলে ভাঙা-গড়ার কাজ। হয়তো সহজে তা চোখে পড়ে না, তবে অতি ধীরে হলেও সেই ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ, যুগ ও সমাজ মানুষের মানসিকতা বদলে যায়। সত্যবতী যুগ যুগ ধরে বেড়ে চলা সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সমাজের প্রচলিত বিধি-নিষেধকে সে মানেনি। তার কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে উজ্জীবিত হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের প্রথম প্রতিশ্রুতি। এইরকম প্রতিশ্রুতির বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে উপন্যাস' কাহিনির মধ্যে। এইসব প্রতিশ্রুতির ইতিহাসগুলি লক্ষ্য করলেই উপন্যাসটির নামকরণের তাৎপর্যটি পরিস্ফুট হয়।

প্রথম প্রতিশ্রুতি নায়কবিহীন উপন্যাস। নিত্যানন্দপুর অংশের নায়ক রামকালী হলেও কলকাতা বাসপর্বে তার ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। তাছাড়া পরবর্তী সুবর্ণলতা এবং বকুলকথায় রামকালী সেভাবে নেই। প্রথম প্রতিশ্রুতির বারুইপুর ও কলকাতা পর্বে নবকুমার থাকলেও নিত্যানন্দপুর পর্বে সে নেই। বারুইপুর পর্বেও তার ব্যক্তিত্ব সেভাবে বিকশিত হয়নি। কলকাতা পর্বে তার ব্যক্তিত্ব কিছুটা বিকশিত হলেও তা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। নবকুমার মুখ চোরা, লাজুক, অস্থিরচিত্ত এবং ব্যক্তিত্বহীন। ফলে সে কাহিনির নায়ক নয়। কিন্তু প্রথম প্রতিশ্রুতির নায়িকা অবশ্যই সত্যবতী। জীবনের প্রতিটি পর্বে সত্যবতী নানা প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছে। আট বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর সে বাপের বাড়িতেই আছে।

ন’বছর বয়সের সত্যবতী এত তলিয়ে ভাবে কী করে তা রামকালীর কাছেও আশ্চর্য মনে হয়। রামকালী মেয়েকে যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসে। মেয়ের কথার যুক্তি সে বুঝতে চেষ্টা করে। একবারমাত্র রামকালী মেয়ের মুখে সতিন যন্ত্রণার কথা শুনে মেয়ের অন্তরের ঈর্ষা দেখে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এছাড়া রামকালী কখনোই মেয়ের কোনো কাজে বাধা দেয়নি। বরং মেয়ের কাজকর্মে সে নীরব সম্মতি জানিয়েছে। সত্যবতী সংসারে থেকেই বাঙালি হিন্দুর সংস্কার ও ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সত্যবতী প্রতিবাদিনী নারী। শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে ক্ষান্ত হয়নি অন্যায় প্রতিরোধ করতেও সে চেষ্টা করেছে। ব্যক্তিজীবনে সংসার ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে সে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছে।

সত্যবতী চেয়েছিল যে মেয়েদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক। সত্যবতী জানত যে নিতাইয়ের স্ত্রী ভাবিনী তাকে পছন্দ করে না তবু ভাবিনীর বোন যখন শাশুড়ি ও স্বামীর হাতে প্রহৃত হয়ে মারা গেল তখন সত্যবতী পুলিশের কাছে নালিশ করেছিল। কারণ ভাবিনীর বোন তার কাছে হাজার হাজার অত্যাচারিতা নারীর প্রতীক। সত্যবতী চেয়েছিল নারীদের উপর এই অত্যাচার বন্ধ হোক। তাই সে ন্যায় বিচারের শরণাপন্ন হয়েছিল।আজীবন সত্যবাদিনী সত্যবতী। সত্যের প্রতি তার অকুন্ঠ নিষ্ঠা।

নিজের অন্তরের সত্যবোধকে সে একমাত্র সত্য বলে মনে করত। এই সত্যবোধের তাগিদে নবকুমার যেদিন পুলিশ আসার সময় ভবতোষ মাস্টারকে ডেকে এনে সত্য তার জন্যে নিজেই পানা তৈরি করছে বলে মিথ্যে কথা বলেছিল, সত্য তখন বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করেছিল। সত্য সুহাসের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল এই ন্যায়বোধ ও সত্যবোধের তাগিদ থেকেই। সত্যবোধের নিষ্ঠা তার জীবনের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সত্যবতী অমানবিক চরিত্র নয়। ছেলেদের কাছে এমনকি স্বামীর কাছেও সে শেষ পর্যায়ে ভীতিকর থেকে প্রীতিকর হয়ে উঠতে চেয়েছিল। নারীর কর্তব্য ও ভালোবাসা সম্বন্ধেও সে সচেতন। চরিত্রহীন শ্বশুরকে সে ঘৃণা করেছে, কিন্তু অসুস্থ শ্বশুরের সেবার দায়িত্ব সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সংসারের পরিমণ্ডলে থেকেও যে নিজের প্রচলিত রীতি ও ধ্যান-ধারণাকে বদলে দেওয়া যায়, এই প্রতিশ্রুতি প্রথম ফলবতি হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যভাগের প্রেক্ষাপটে সত্যবতী চরিত্রে। এখানেই এই উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা।